গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
(গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা)
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০০.০১১.৩১.০০০২.২৫.১৪

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২ / ০৪ মার্চ ২০২৬

বিষয়ঃ "মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা (পরিচালনা, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা ২০২৬" প্রেরণ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অনুমোদিত "মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা (পরিচালনা, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা ২০২৬" সদয় অবগতি ও কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

মোঃ আলমগীর হোসেন
উপসচিব
টেলিফোন: ২২৬৬৪১৩৩৯
ই-মেইল: dsdev@molwa.gov.bd

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা;
৩) সচিব/সিনিয়র সচিব.............মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল);
৪) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা;
৫) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৬) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৭) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও হিসাব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৮) অতিরিক্ত সচিব (কল্যাণ-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৯) মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা;
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা;
১১) মহাপরিচালক, জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা;
১২) মহাব্যবস্থাপক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা;
১৩) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৫) যুগ্মসচিব (গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৬) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৭) যুগ্মসচিব (আইন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৮) উপসচিব (গেজেট); মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
১৯) উপসচিব (উন্নয়ন); মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২০) উপসচিব (পরিকল্পনা); মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২১) সহকারী সচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা); মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;

-অপর পৃষ্ঠায়-

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০০.০১১.৩১.০০০২.২৫.১৪ তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২ / ০৪ মার্চ ২০২৬

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
৩) সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৪) সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

04.03.2026
মোঃ আলমগীর হোসেন
উপসচিব

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গবেষণা (পরিচালনা, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা, ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(www.molwa.gov.bd)

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**ভূমিকা**	১
	১.০ ভূমিকা	১
	১.১ শিরোনাম	১
	১.২ সংজ্ঞা	১
	১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
	১.৪ প্রযোজ্যতা ও পরিধি	৩
	১.৫ আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি	৩
	১.৬ গবেষণার ক্ষেত্র	৩
	১.৭ গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৪
	১.৭.১ গবেষণা গ্রহণের ধরন	৪
	১.৭.২ ক্রয় ও নির্বাচন পদ্ধতি	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	**গবেষণা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা**	৫
	২.১ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি	৫
	২.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি	৫
	২.৩ গবেষণা কার্যক্রমের অনুমোদন	৬
	২.৪ গবেষণা কার্যক্রমের ধরন ও আর্থিক সীমা	৬
	২.৫ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ	৬
	২.৬ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচি	৬
	২.৭ গবেষণা ব্যবস্থাপনা	৭
	২.৮ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষকের যোগ্যতা	৭
	২.৯ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক/গবেষণা সহযোগী/গবেষণা সহকারীর অযোগ্যতা	৭
	২.১০ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো	৮
	২.১১ গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৮
	২.১২ গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা	৯
	২.১৩ গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ	৯
	২.১৪ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব	৯

তৃতীয় অধ্যায়	**গবেষণা সংশ্লিষ্ট আর্থিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা**	১০
	৩.১ তহবিলের উৎস	১০
	৩.২ অর্থায়ন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা	১০
	৩.৩ সম্মানি	১০
	৩.৪ গবেষণা বাজেট বিভাজন	১০
	৩.৫ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ	১০
	৩.৬ গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকার দাখিল	১১
	৩.৭ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা	১১
	৩.৮ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	১১
	৩.৯ গবেষণার ফলাফল ও ব্যবহার	১১
	৩.১০ তথ্য নিরাপত্তা ও নৈতিকতা	১১
চতুর্থ অধ্যায়	**বিবিধ**	১২
	সংযোজনীসমূহ	
সংযোজনী-১	গবেষণা প্রস্তাবনা ছক	১৩
সংযোজনী-২	গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানে প্রয়োজনীয় দলিলাদি	১৪
সংযোজনী-৩	গবেষণা প্রস্তাবনার প্রাথমিক বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক	১৫
সংযোজনী-৪	গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই প্রক্রিয়ার ছক	১৬
সংযোজনী-৫	গবেষণা প্রতিষ্ঠান যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার ছক	১৭
সংযোজনী-৬	খসড়া চুক্তিনামা	১৮
সংযোজনী-৭	গবেষণা প্রতিবেদনের প্রাথমিক অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন ছক	২০
সংযোজনী-৮	গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ছক	২১
সংযোজনী-৯	খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ছক	২২

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাতির অস্তিত্ব, রাষ্ট্রচেতনা ও সাংবিধানিক ভিত্তির মূল স্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ইতিহাস, তথ্যভান্ডার, শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত উপাত্ত, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দলিলসমূহ সংরক্ষণ, যাচাই ও বিশ্লেষণ রাষ্ট্রের একটি পবিত্র সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার মূল্যবোধকে বুকে ধারণ করে আমাদের জনগণ যুদ্ধ করেছিল, এদেশের মানুষের মননে আজও তা দীপ্তি ছড়ায় এবং যেকেনো জনস্বার্থ বিরোধী অপশক্তিকে রুখে দিতে গণমানুষকে একাত্ম করে; যার প্রকাশ ঘটেছে ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতায় গবেষণাভিত্তিক, প্রমাণনির্ভর ও নীতিসংগত উদ্যোগ গ্রহণ ও তা সংরক্ষণ অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষাপটে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক একটি সমন্বিত গবেষণা নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রয়োজন।

১ .১ শিরোনামঃ

(ক) এ নির্দেশিকা **'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা (পরিচালনা, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা ২০২৬'** নামে অভিহিত হবে ।

(খ) এ নির্দেশিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.২ সংজ্ঞাঃ

(ক) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বুঝাবে।

(খ) 'অধিদপ্তর' অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরকে বুঝাবে।

(গ) 'মুক্তিযুদ্ধ' অর্থ '১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায় হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ' বুঝাবে;

(ঘ) 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ 'যাঁরা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এরূপ সকল বেসামরিক নাগরিক; উক্ত সময়ে যাঁদের বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের মধ্যে; এবং সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ই.পি.আর), পুলিশ বাহিনী, মুক্তি বাহিনী, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) ও উক্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য বাহিনী, নৌ কমান্ডো, কিলো ফোর্স, আনসার সদস্য এবং বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত নাগরিকগণও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা-

(১) হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত সকল নারী (বীরাঙ্গনা); এবং

(২) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী ফিল্ড হাসপাতালের সকল ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা-সহকারী;

(ঙ) 'মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী' অর্থ যাঁরা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বা প্রবাসে অবস্থান করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে উদ্দীপিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে সংগঠকের ভূমিকা পালন, বিশ্বজনমত গঠন, কূটনৈতিক সমর্থন অর্জন এবং মনস্তাত্বিক শক্তি অর্জনের প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত যেসকল বাংলাদেশের নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেছেন, যথা-

(১) যেসকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবদান রেখেছিলেন এবং যেসকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন;

(২) যেসকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত এবং উক্ত সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন;

(৩) মুক্তিযুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সহিত সম্পৃক্ত সকল এম.এন.এ (Member of National Assembly) বা এম.পি.এ (Member of Provincial Assembly) যাঁরা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য (Member of Constituent Assembly) হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন;

(৪) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল শিল্পী ও কলাকুশলী এবং দেশ ও দেশের বাহিরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সকল বাংলাদেশি সাংবাদিক; এবং

(৫) স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল।

(চ) "জুলাই গণঅভ্যুত্থান" অর্থ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্রজনতার সম্মিলিত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানকে বুঝাবে;

(ছ) "জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ" অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উক্ত সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আক্রমণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে বুঝাবে;

(জ) "জুলাই যোদ্ধা" অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উক্ত সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আক্রমণে আহত ছাত্রজনতাকে বুঝাবে;

(ঝ) 'গবেষণা' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমকে বুঝাবে;

(ঞ) 'গবেষক' অর্থ এই নির্দেশিকার অধীনে গবেষণার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(ট) "গবেষণা নির্দেশিকা" অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের "গবেষণা (পরিচালনা, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা, ২০২৬"-কে বুঝাবে।

(ঠ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(১) মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামোর আওতায় আনা;

(২) সরকারি অর্থব্যয়ে পরিচালিত গবেষণায় পিপিএ, পিপিআর ও অন্যান্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা;

(৩) প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, শিক্ষা, স্মৃতি সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(৪) গবেষণার গুণগত মান, নিরপেক্ষতা ও নৈতিক মানদন্ড অক্ষুন্ন রাখা;

(৫) মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা;

(৬) মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ, আহত ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা;

(৭) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ গণঅভ্যুত্থানের মর্ম ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৪ প্রযোজ্যতা ও পরিধি

এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে-

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সরাসরি উদ্যোগে পরিচালিত সকল গবেষণায়;
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত গবেষণায়;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যৌথ (পিপিপি ভিত্তিক) গবেষণায়;
- মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের গবেষণায়;
- গবেষণা কার্যক্রম বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে।

১.৫ আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি

এই নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত আইন ও বিধি অনুসরণযোগ্য হবে-

- সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ), ২০০৬;
- সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর), ২০২৫ (সংশোধিত);
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ আইন, ২০১৫;
- আর্থিক বিধি-বিধান, ১৯৯৮;
- সরকারি গবেষণা ও তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রচলিত নীতিমালা;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১.৬ গবেষণার ক্ষেত্র

(ক) মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ইতিহাস-ইতিবৃত্ত, সংগ্রাম, প্রভাব, ফলাফল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়;

(খ) মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের অংশগ্রহণ ও সংগ্রাম বিষয়ক;

(গ) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ তালিকার যাচাই ও প্রশাসনিক সংস্কার;

(ঘ) ১৯৭১ সালের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, শরণার্থী বিষয়ক পরিসংখ্যান ও দলিলায়ন;

(ঙ) শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং দেশের অভ্যন্তরে বধ্যভূমি ও শহিদদের বিষয়ে গবেষণা;

(চ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম ও জনসচেতনতা;

(ছ) নারী, শিশু ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূমিকা, আত্মত্যাগ ও অভিজ্ঞতা;

(জ) ডিজিটাল আর্কাইভ, জিআইএস ম্যাপিং ও স্মৃতিভিত্তিক প্রামাণ্য;

(ঝ) জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও কারণ;

(ঞ) জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ;

(ট) জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদ পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন;

(ঠ) রাষ্ট্র সংস্কারে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন;

(ঢ) জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ;

(ড) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও জুলাই যোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা এবং

(ণ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারিত মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক অন্যান্য গবেষণা।

১.৭ গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১.৭.১ গবেষণা গ্রহণের ধরন

ক) সরকারি অর্থায়নে প্রত্যক্ষ গবেষণা

খ) যৌথ গবেষণা

গ) বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ টিম বা পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে গবেষণা

১.৭.২ ক্রয় ও নির্বাচন পদ্ধতি

ক) সকল গবেষণা ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০২৫ (সংশোধিত) অনুযায়ী সম্পন্ন হবে;

খ) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক হবে;

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গবেষণা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ একটি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

ক্রমিক	পদবী	কমিটিতে পদ
১	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২	মহাপরিচালক, জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর	সদস্য
৩	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব-সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
৫	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ও সামাজিক গবেষণা কেন্দ্রের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কাজের সাথে সম্পৃক্ত একজন প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপকের নিচে নয়)	সদস্য
৮	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১০	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

* গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্য যে কোন নতুন সদস্য কো-অপ্ট/সমন্বয় করতে পারবে।

২.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণার ক্ষেত্র, বিষয় ও অন্যান্য কার্যাবলি নির্ধারণ করা;

(খ) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও প্রাথমিকভাবে বাছাই করা;

(গ) গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত/সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঙ) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রতি তিন মাস অন্তর কমপক্ষে একবার সভা আহ্বান করবে। প্রয়োজনে কমিটি যে কোনো সময় সভা আহ্বান করতে পারবে;

(চ) অগ্রগতি প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ/মুল্যায়ন কারিগরি কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্ত হবে;

(ছ) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশনা সম্পর্কে মতামত প্রদান এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(ঝ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো কর্মকর্তা কোনো গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত থাকলে, তিনি গবেষণা প্রস্তাব যাচাই, নির্বাচন ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না;

(ঞ) কমিটির সভায় দুই-তৃতীয়াংশ বা এর বেশি সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২.৩ গবেষণা কার্যক্রমের অনুমোদন

(ক) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন করবেন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

(খ) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বাজেট উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শাখা (গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা) কর্তৃক গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অফিস আদেশ জারি করবেন।

২.৪ গবেষণা কার্যক্রমের ধরন ও আর্থিক সীমা

(১) আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় তিন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে:

(ক) ক-শ্রেণির গবেষণা: ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব থেকে ২৫,০০,০০০.০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত দলীয়/ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা

(খ) খ-শ্রেণির গবেষণা: ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব থেকে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত একক গবেষণা

(গ) গ-শ্রেণির গবেষণা: ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত একক গবেষণা

(২) কর্তৃপক্ষ বাছাইকালে প্রয়োজনবোধে গবেষণা কার্যক্রমের ব্যাপ্তি, গুরুত্ব বিবেচনায় শ্রেণিবিন্যাস করত আর্থিক পরিধি পুন:নির্ধারণ করতে পারবে।

২.৫ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ গবেষকগণ নির্ধারণ করবেন এবং ধরন অনুসারে তা নিম্নরূপ হবে:

ক-শ্রেণির গবেষণা: অনূর্ধ্ব ১২ (বারো) মাস

খ-শ্রেণির গবেষণা: অনূর্ধ্ব ০৯ (নয়) মাস

গ- শ্রেণির গবেষণা: অনূর্ধ্ব ০৬ (ছয়) মাস

গবেষক/ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে ১ (এক) বার বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.৬ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচি

(১) গবেষণা শুরুর পূর্বের কার্যক্রম:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান: প্রতি বৎসর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে;

(খ) গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ: প্রতি বৎসর ৩১ অক্টোবরের মধ্যে;

(গ) গবেষণা প্রস্তাব বাছাই ও চূড়ান্তকরণ: প্রতি বৎসর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে।

(২) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পরবর্তী কার্যক্রম:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর গবেষণা দলের দলনেতার অনুকূলে অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়করণ ৩১ জানুয়ারির মধ্যে;

(গ) ১ম কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় বিল সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে দাখিল করতে হবে;

(ঘ) ০১ জানুয়ারি থেকে গবেষণার ৬/৯/১২ মাসের হিসাব আরম্ভ হবে;

ঙ) গবেষণা কার্যক্রমের কারিগরি ও পদ্ধতিগত মূল্যায়ন ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হবে;

চ) অবশিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচি নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সম্পাদিত হবেঃ

মেয়াদ	রিপোর্ট দাখিল	অর্থ ছাড়	টাকার পরিমাণ (প্রাক্কলিত বাজেটের)
৬ মাস মেয়াদি গবেষণা	১ম-৩১ মার্চ	৩১ জানুয়ারি	৪০%
	২য়-৩১ মে	৩০ এপ্রিল	৪০%
	চূড়ান্ত-৩০ জুন	৩০ আগস্ট	২০%
৯ মাস মেয়াদি গবেষণা	১ম-৩১ মার্চ	৩১ জানুয়ারি	৪০%
	২য়-৩০ জুন	৩০ এপ্রিল	৪০%
	চূড়ান্ত-৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ অক্টোবর	২০%
১২ মাস মেয়াদি গবেষণা	১ম-৩১ মার্চ	৩১ জানুয়ারি	৪০%
	২য়-৩০ জুন	৩০ এপ্রিল	২৫%
	৩য়-৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ অক্টোবর	২০%
	চূড়ান্ত-৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	১৫%

২.৭ গবেষণা ব্যবস্থাপনা

১. গবেষণা কমিটি বরাদ্দকৃত বাজেট এবং গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের সুপারিশ প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করবে;

২. ১৫ জানুয়ারির মধ্যে গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করতে হবে এবং Inception Report জমা প্রদান ও গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান করতে হবে; এবং

৩. যৌক্তিক কারণে কমিটির সুপারিশক্রমে কমিটির সভাপতি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবেন;

২.৮ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষকের যোগ্যতা

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত/অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (ন্যূনতম ৯ম গ্রেডে কর্মরত) এবং সরকারি-বেসরকারি গবেষণা ক্ষেত্রসমূহে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী গবেষকগণ প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন;

খ) ক-শ্রেণির গবেষণা প্রস্তাব দলগত/প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাখিল করা যাবে (সেক্ষেত্রে গবেষণা দলে একজন গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহ গবেষক/ গবেষণা সহযোগী/ গবেষণা সহকারী থাকতে পারবেন);

(গ) খ ও গ-শ্রেণির গবেষণা প্রস্তাব এককভাবে দাখিল করতে হবে;

(ঘ) গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের যোগ্যতা হবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক;

(ঙ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি গবেষণা পরিচালক/গবেষক এবং সহ-গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; এবং

(চ) একজন গবেষক একই সময়ে বর্ণিত নির্দেশিকার উল্লিখিত ক্যাটাগরির যে কোন একটি গবেষণায় নিযুক্ত হতে পারবেন।

২.৯ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক/ গবেষণা সহযোগী/ গবেষণা সহকারীর অযোগ্যতা

(ক) একই সময় অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা/সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় গবেষণারত থাকলে;

(খ) চাকরিবিধি বা প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিভোগরত হলে; এবং

(গ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইতোপূর্বে অযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকলে অযোগ্যতার কারণ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত।

২.১০ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো

গবেষণা প্রস্তাব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং সরকারের নীতি-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

১. গবেষণার শিরোনাম (প্রস্তাবিত গবেষণার সহিত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যের সহিত অর্থবোধক);

২. ভূমিকা;

৩. সমস্যা চিহ্নিতকরণ;

৪. গবেষণার প্রশ্ন;

৫. গবেষণার যৌক্তিকতা;

৬. গবেষণার উদ্দেশ্য;

৭. গবেষণার পরিধি;

৮. প্রত্যাশিত ফলাফল

৯. গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);

১০. বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা;

১১. কর্মপরিকল্পনা/সময়সীমা;

১২. প্রস্তাবিত বাজেট বিভাজন;

১৩. গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক (গণ)-এর জীবনবৃত্তান্ত।

২.১১ গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রতিটি গবেষণা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপভাবে পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন করবে:

মেয়াদ	কমিটির সদস্যবৃন্দ
ক শ্রেণির গবেষণা	১) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট/জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরের একজন অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা; ৩) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ/ স্বীকৃত যেকোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি; ৪) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
খ ও গ শ্রেণির গবেষণা	১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট/জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরের একজন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; ৩) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ/ স্বীকৃত যেকোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি; ৪) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২.১২ গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

(ক) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক গবেষণা সেমিনার আয়োজন করা হবে;

(খ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক/গবেষণা দল গবেষণা প্রতিবেদনের বাঁধাইকৃত ০৫ (পাঁচ) কপি এবং সফটকপি (সিডি/পেনড্রাইভ/হার্ডড্রাইভ) গবেষণা ও প্রকাশনা শাখায় দাখিল করবেন;

(গ) প্রতিটি গবেষণার প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হতে হবে; এবং

(ঘ) চূড়ান্ত অনুমোদিত গবেষণার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হবে।

২.১৩ গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ

গবেষকের গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোন গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোন অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল (Plagiarism) সম্পর্কে কোনরুপ অভিযোগ উত্থাপিত ও প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত অর্থ আদায়সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.১৪ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা ও অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে গবেষক/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশি বিদেশি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট (Copyright) সংক্রান্ত বিষয়ে 'কপিরাইট আইন, ২০০০' এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত কোন মতামত প্রদান বা প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে না।

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩.১ তহবিলের উৎস

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ।

৩.২ অর্থায়ন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), রাজস্ব বাজেট বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে হবে;

২. ব্যয় নির্বাহে সরকারি আর্থিক বিধি ও অডিট ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে;

৩. গবেষণার অর্থ পৃথক হিসাব খাতে সংরক্ষিত থাকবে।

৩.৩ সম্মানি

গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নিম্নরূপ সম্মানি প্রদান করা হবে-

১. প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ প্রত্যেকে ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন;

২. প্রতিটি চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ প্রত্যেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন;

৩. গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থিত সকলে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন;

৪. গবেষণাসমূহের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেমিনারের সভাপতি ও আলোচকগণ আয়োজিত সেমিনারের জন্য অর্থবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন;

৩.৪ গবেষণা বাজেট বিভাজন

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানি হিসেবে প্রাপ্য হবেন। উক্ত সম্মানি নিম্নরূপভাবে বিভাজিত হবে-

১. গবেষণা পরিচালক/গবেষকের সম্মানি-সর্বোচ্চ ২৫%;

২. সহ-গবেষকের সম্মানি-সর্বোচ্চ ১৫%; এবং

৩. গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের সম্মানি- সর্বোচ্চ ১০%

(খ) গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, খসড়া (৫ কপি) ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন (৫ কপি) মুদ্রণ ব্যয়, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি গবেষণা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৩.৫ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

(ক) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন/চার কিস্তিতে গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে প্রদান করা হবে

১. গবেষণা প্রস্তাব ও প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) গৃহীত হওয়ার পর অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে;

২. গবেষণার মধ্যবর্তী পর্যায় (ন্যূনতম ৫০% কাজ সম্পন্ন হওয়া) পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মধ্যবর্তী প্রতিবেদন (Mid-Term Report) উপস্থাপন করে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের পরবর্তী শতকরা ৪০ ভাগ দ্বিতীয় কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে;

৩. সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন (৫ কপি) জমা প্রদান, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ৫ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে;

(খ) গবেষণা পরিচালক/গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি জমা দিয়ে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট অর্থ ছাড়ের ১ মাসের মধ্যে গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে; এবং

(গ) কোনো গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণাদলের গবেষণা পরিচালক/দলনেতাকে গবেষণার অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।

৩.৬ গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকার দাখিল

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালক/গবেষক, গবেষণা সহেযোগীদের প্রত্যেকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দাখিল করবেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পাদনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং কোনো কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গবেষণা ব্যয় বাবদ গৃহীত অর্থ এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন; এবং

(খ) গবেষণায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং প্রকাশিত ফলাফল/মতামত/ সুপারিশের দায় একান্তভাবে গবেষকের নিজস্ব, এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কোনো দায়দায়িত্ব বহন করবে না-এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে।

৩.৭ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

(ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির নিকট জমা না দিলে কিংবা গবেষণা কমিটি কর্তৃক জমাকৃত গবেষণা পরিত্যাজ্য/বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষককে ফেরত দিতে হবে;

(খ) যদি কোনো গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা গবেষণা পরিচালক/গবেষক মন্ত্রণালয়কে ফেরত প্রদান করবেন;

(গ) যদি গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদান করতে হবে; এবং

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা আদায় করা যাবে।

৩.৮ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

অডিট আপত্তি এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পন্ন করতে হবে।

৩.৯ গবেষণার ফলাফল ও ব্যবহার

ক) গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারণ, আইন সংস্কার, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ব্যবহৃত হবে;

খ) প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি সংক্ষেপ (Policy Brief), সংক্ষিপ্ত নির্বাহী বিবরণ (Executive Summary) ও সংক্ষিপ্ত বা পূর্ণ প্রকাশনা করা হবে;

গ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত গবেষণালব্ধ তথ্য বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঘ) সমাপ্ত গবেষণার ফলাফল মূল্যায়নের পরে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.১০ তথ্য নিরাপত্তা ও নৈতিকতা

ক) গবেষণায় সংগৃহীত সকল তথ্য রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে;

খ) সাক্ষাৎকার ও সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহে নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে;

গ) জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো উপাত্ত প্রকাশ করা যাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়: বিবিধ

৪.১ এ নির্দেশিকার অন্যান্য বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।

৪.২ সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নির্দেশিকায় কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদন করবেন।

৪.৩ এ নির্দেশিকা দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের "গবেষণা ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২১" রহিত করা হলো।

৪.৪ এ নির্দেশিকা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

পরিশিষ্ট

সংযোজনী: ১

গবেষণা প্রস্তাবনা ছক

(গবেষক ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন ছক)

১. গবেষণা শিরোনাম (স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে)
২. ভূমিকা
৩. সমস্যার বিবরণ
৪. গবেষণার উদ্দেশ্য (সুস্পষ্ট করে পরিমাপযোগ্য হতে হবে)
৫. অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন/গবেষণা প্রশ্ন
৬. ধারণাগত কাঠামো
৭. লিটারেচার রিভিউ
৮. গবেষণার যৌক্তিকতা
৯. গবেষণার ক্ষেত্র
১০. গবেষণা পদ্ধতি (গবেষণা উদ্দেশ্য পরিপূরণে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণার ধরন, নমুনা, নমুনায়ন পদ্ধতি ও কৌশল, তথ্যসংগ্রহের উৎস, তথ্য সংগ্রহের টুলস এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে)
১১. প্রত্যাশিত ফলাফল
১২. গবেষণা প্রতিবেদনের সম্ভাব্য কাঠামো
১৩. কর্ম পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী যৌক্তিক কর্ম পরিকল্পনা (প্রশ্নপত্র উন্নয়ন, প্রিটেস্ট, প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সাজানো ও বিশ্লেষণ, ড্রাফট প্রণয়ন, কর্মশালায় উপস্থাপন, ড্রাফট চূড়ান্তকরণ);
১৪. গ্রন্থপঞ্জি

সংযোজনী-২

গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানে প্রয়োজনীয় দলিলাদি

১. গবেষণা প্রস্তাবনার হার্ডকপি এবং সফট কপি;
২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট গবেষক/ প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণের যাবতীয় প্রমাণক;
৩. ছবি ২ কপি এবং গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত;
৪. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত বুকলেট/বার্ষিক প্রতিবেদন;
৫. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় গবেষকদের ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত (এনআইডি উল্লেখ করতে হবে);
৬. জাতীয় পরিচয় পত্রের ছায়ালিপি;
৭. গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কভার লেটার, গবেষণা প্রস্তাবনা, জীবন বৃত্তান্ত/প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের বৃত্তান্ত এবং প্রমাণক পর্যায়ক্রমিকভাবে স্পাইরাল বাধাঁই করে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, গবেষণা প্রস্তাবনার উপর গবেষকের কোনো তথ্য লেখা যাবে না।

সংযোজনী-৩

গবেষণা প্রস্তাবনার প্রাথমিক বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক

গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নকারীদের জন্য নির্দেশনা

(মূল্যায়ন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সূচকের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ভার আরোপ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করুন)

ক্রমিক নম্বর	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর										মোট
		১০		১০		২০				১০		৫০
		৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	
১.	গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন	ক	খ	X	X	X	X	X	X	X	X	
২.	বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	X	X	গ	ঘ	X	X	X	X	X	X	
৩.	গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠানো	X	X	X	X	ঙ	চ	ছ	জ	X	X	
৪.	নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের সাথে সম্পর্ক	X	X	X	X	X	X	X	X	ঝ	ঞ	
৫.	মোট নম্বর											

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে নিচের সূচক (ক-ঞ) ও ভার আরোপ (০-৫) বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যায় নম্বর প্রদান করুন

১. গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন: (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ক. গবেষণার শিরোনামের স্পষ্টতা;
খ. গবেষণা শিরোনামে গবেষণা উদ্দেশ্যের প্রতিফলন;

২. বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
গ. মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক;
ঘ. বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক ও চাহিদাভিত্তিক;

৩. বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ঙ. গবেষণা প্রস্তাবনার বিভিন্ন স্তরে গবেষণা উদ্দেশ্যের প্রতিফলন;
চ. গবেষণা উদ্দেশ্যের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি উপস্থাপনের সম্পর্কবদ্ধতা;
ছ. গবেষণা প্রস্তাবনার বিভিন্ন স্তরের সাথে শৃঙ্খলিত সম্পর্ক;
জ. গবেষণা পরিধির সাথে উপস্থাপিত পরিকল্পনা ও বাজেটের সম্পর্ক;

[গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো মূল্যায়নের সময় কমিটির সদস্যগণ গবেষণা পরিধির সাথে বাজেটের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় কত টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা যায় তা বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান করবেন]

৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার: (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)

ঝ. প্রত্যাশিত গবেষণা ফলাফলে নীতির সম্পৃক্ততা;
ঞ. প্রণয়নযোগ্য নীতির পরিধির ব্যাপ্তি।

গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই প্রক্রিয়ার ছক

[মোট ৫০ নম্বরের মধ্যে যাচাই করতে হবে]

ব্যক্তি পর্যায়ে গবেষকের ক্ষেত্রে					
যোগ্যতা-২০			অভিজ্ঞতা পরিমাপক		
ক্রমিক নম্বর	পরিমাপক ক্ষেত্র	মান	ক্রমিক নম্বর	পরিমাপক ক্ষেত্র	মান
১	পেশাগত ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ততা (নীতিমালা অনুযায়ী) [নীতিমালা অনুযায়ী না থাকলে মন্তব্যে লিখতে হবে]	০৫	৪	গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)	০৫
					০৪ বছরের কম-০-০৩ ০৪ বছর-০৪ ০৪ বছরের অধিক-০৫
২	বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা (নীতিমালা অনুযায়ী) [নীতিমালা অনুযায়ী না থাকলে মন্তব্যে লিখতে হবে]	০৩	৫	প্রকাশনা অভিজ্ঞতা	২০ প্রকাশনা সংখ্যা এবং মান
				দেশীয় জার্নালে প্রকাশনা সংখ্যা-১০	১-২:০৬ ৩-৪:০৮ ৫ এর অধিক: ১০
				আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা সংখ্যা-১০	১-২:০৬ ৩-৪:০৮ ৫ এর অধিক: ১০
৩	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১২	৬	গবেষণা পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৫
	এমফিল/এমএস/পিএইচডি	স্নাতকোত্তর			গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০৩ পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রশিক্ষণ এসিএসএস এবং অন্যান্য-০২
		২য় শ্রেণি-০৭ ১ম শ্রেণি-০৮			
		এমফিল/এমএস -০৯			
		পিএইচডি-১২			

সংযোজনী-৫

গবেষণা প্রতিষ্ঠান যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার ছক

[মোট ৫০ নম্বরের মধ্যে যাচাই করতে হবে]

<table>
<tr><td colspan="6">প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে গবেষণা ক্ষেত্র</td></tr>
<tr><td colspan="6">যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা-৫০</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১.</td><td rowspan="2">নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ধরনের সম্পৃক্ততা

[নীতিমালা অনুযায়ী না থাকলে মন্তব্যে লিখতে হবে]</td><td rowspan="2">০৫</td><td rowspan="2">৪</td><td rowspan="2">গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>০২ বছরের কম-০-০৩
০৩ বছর-০৪
০৩ বছরের অধিক-০৫</td></tr>
<tr><td rowspan="3">২.</td><td rowspan="3">নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যগত সম্পৃক্ততা

[নীতিমালা অনুযায়ী না থাকলে মন্তব্যে লিখতে হবে]</td><td rowspan="3">০৫</td><td rowspan="3">৫</td><td rowspan="2">প্রকাশনা অভিজ্ঞতা</td><td>২০ প্রকাশনা সংখ্যা এবং মান</td></tr>
<tr><td>১-৫:০৬
৬-১০:০৮
১০ এর অধিক: ১০</td></tr>
<tr><td>দেশীয় জার্নালে প্রকাশনা সংখ্যা-১০</td><td>১-৫:০৬
৬-১০:০৮
১০ এর অধিক; ১০</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>প্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে গবেষকের যোগ্যতা অনুযায়ী সংখ্যা</td><td>১৫
<table>
<tr><td>যোগ্যতা</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr>
<tr><td>স্নাতকোত্তর</td><td>২-৩</td><td>৪</td></tr>
<tr><td></td><td>৩+</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>এমফিল/এমএস</td><td>১-২</td><td>৪</td></tr>
<tr><td></td><td>২+</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>পিএইচডি</td><td>১-২</td><td>৪</td></tr>
<tr><td></td><td>২+</td><td>৫</td></tr>
</table></td><td>৬</td><td colspan="2">উপর্যুক্ত পাঁচটি সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পরিমাপ করতে হবে।</td></tr>
</table>

.... খসড়া চুক্তিনামা

১ (... ... .) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল।

২ প্রথম পক্ষ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন ....

৩ দ্বিতীয় পক্ষ: নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা (NID No, Mobile No, Email.

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত গবেষণা প্রস্তাবনা (পরিশিষ্ট-ক) অনুযায়ী, শিরোনাম ,শীর্ষক (ক্যাটাগরি) গবেষণা কার্যটি...... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেন:-

৫ শর্তাবলি:

ক. পরিশিষ্ট 'ক' এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হইবে;

খ. প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ ......(কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট টাকা কথায়............ কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

গ. মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরিভিত্তিক কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

ব্যক্তি পর্যায় (গবেষক/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের গবেষণা:

১. প্রথম কিস্তি: মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ ......টাকা কথায় (....)। **কিস্তি প্রদানের শর্ত:** গবেষণা কাজের শুরুতে প্রদান করা হইবে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র, প্রিটেস্ট পরিকল্পনা এবং তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা জমা দিতে হইবে।

২. দ্বিতীয়: মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ ....টাকা কথায় (.....)।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায় হইতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হইবার পর তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চলমান গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং বিল-ভাউচার প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;

৩. শেষ কিস্তি: মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২০ ভাগ ......টাকা কথায় (.....)।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা প্রতিবেদনটি গৃহীত হইলে এ কিস্তির অর্থ প্রদান করা হইবে।

ঘ) উপদফা-১ এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত ফরমে এই মর্মে একটি জামানত দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যেই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহনযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ প্রদান করিবেন। তবে, কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন।

চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া দুই কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন (পেনড্রাইভ, হার্ডড্রাইভ, সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন;

জ) প্রথম পক্ষ পরিবীক্ষণ কমিটি দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত কমিটি যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিবেন;

ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্তকরণের পর ৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন ডিজাইনকৃত মলাটে তিন প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ওয়ার্ড ফাইলের সফ্ট কপি এবং খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করিবার পর প্রথম পক্ষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হইলে দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির সমুদয় অর্থ প্রদান করা হইবে;

ঞ) এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে, দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক দ্বিতীয় পক্ষ নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হইবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক ও ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে;

ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

ড) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিয়া থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে এই চুক্তিনামাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার/ আমার প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

স্বাক্ষীঃ	স্বাক্ষরঃ
১ম পক্ষঃ	১ম পক্ষঃ
২য় পক্ষঃ	২য় পক্ষঃ

গবেষণা প্রতিবেদনের প্রাথমিক অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন ছক

(গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম..

২। যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত (Affiliated) থেকে গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হচ্ছে তার নাম (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের গবেষণার ক্ষেত্রে): ....

৩। (ক) গবেষক/প্রকল্প পরিচালক-এর নামঃ...

(খ) এই গবেষণায় যেসব ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশার বিবরণঃ ....

৪। গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখঃ ....

৫। (ক) মঞ্জুরিকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ ....

(খ) এই যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ ....

(গ) এই যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ ....

৬। গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ যা অনুমোদন করা হয়েছিল তার বিবরণঃ

৭। গবেষণা কার্যে যে পদ্ধতি এবং কলাকৌশলসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে তার বিবরণঃ

৮। গুণাগুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে এই যাবৎ প্রাপ্ত ফলাফলঃ

৯। এই পর্যন্ত অর্জিত কাজের অগ্রগতি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে) ....

১০। উপসংহারঃ

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর
তারিখঃ

গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
তারিখঃ

সংযোজনী-৮

গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ছক

(সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নিধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম:
২। গবেষক/প্রকল্প পরিচালকের নাম
৩। বস্তু-সংক্ষেপ:
(এক হাজার শব্দের মধ্যে)
৪। সূচনা ও পটভুমি
(এতদবিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)
৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি/পরীক্ষাসমূহঃ
৬। ফলাফল ও আলোচনাঃ
(সারণী, লেখ চিত্র, চার্ট ইত্যাদির আকারে যখন যা প্রয়োজনীয়, এরূপ উপাত্ত সন্নিবেশিত করতে হবে):
৭। উপসংহারঃ

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

গবেষক/গবেষণা পরিচালকের স্বাক্ষর

তারিখ:

ক্রমিক নম্বর গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত উত্তর দাতার নাম ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর
গবেষণা সম্পর্কিত মন্তব্য (ফটোগ্রাফসহ)

১.

২.

স্বাক্ষর ও তারিখ:

সংযোজনী-০৯

খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ছক

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন রিপোর্ট

ক. গবেষণা এবং গবেষক সম্পর্কিত তথ্য:

১. গবেষণা শিরোনাম:

২. গবেষকের নাম :

৩. চুক্তির সাল:

৪. গবেষণার ধরন : ব্যক্তি পর্যায় প্রাতিষ্ঠানিক

৫. মেয়াদ :

খ. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য:

[নির্দেশনা: ১. গবেষণা উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি না এবং গবেষণা উদ্দেশ্যের সাথে অধ্যায় বিন্যাস ও গবেষণা ফলাফল শৃঙ্খলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করে নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করতে হবে। ২. গবেষণা প্রতিবেদনের যেকোনো পরিমার্জন/ভুল সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট স্থানে দাগাঙ্কিত এবং উল্লেখ করতে হবে। ৩. মূল্যায়ন পরবর্তী গবেষণা প্রতিবেদনটি ১৫ দিনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ যে কোনো মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।]

(ক) উদ্দেশ্যের ক্রমসংখ্যা, গবেষণা উদ্দেশ্যসমূহ (ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)।

(খ) গবেষণা উদ্দেশ্য পূরণে যথাযথভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না (হ্যাঁ/না)। উত্তর না হলে, গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে কী সমস্যা রয়েছে উল্লেখ করুন।

(গ) গবেষণা উদ্দেশ্য অনুযায়ী অধ্যায় শিরোনাম, বিষয়বস্তু ও ফলাফল, সুপারিশ, রেফারেন্স যথাযথ কি না তা গবেষণা প্রতিবেদনে পরিমার্জন/ভুল বিষয়ে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সুস্পষ্ট মন্তব্য লিখুন।

ঘ. গবেষণার মান ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কিত তথ্য:

১. গবেষণার গুণগতমান সম্পর্কে আপনার উন্মুক্ত মতামত প্রকাশ করুন:

২. গবেষণাটি প্রকাশনা এবং কোনো নীতি প্রণয়ন বা সংস্কারে যোগ্য কি না এ বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন:

৩. গবেষণাটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় কি না এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট মতামত লিখুন:

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর (সিলসহ)

(ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর)

০৪.০৩.২০২৬

মোঃ আলমগীর হোসেন
উপসচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।